শব্দদূষণ

বিপর্যস্ত জনজীবন ও করণীয়

দি ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক

শব্দদূষণ ঃ বিপর্যস্ত জনজীবন ও করণীয়

cwZ‡e`b

অমিত রঞ্জন দে
নাজনীন কবীর

সম্পাদনা
অধ্যাপক ড.এম,আর কবির
সাইফুদ্দিন আহমেদ

প্রকাশক
দি ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক
ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট

শব্দদূষণ ঃ বিপর্যস্ত জনজীবন ও করণীয়

দি ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক
ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট

গবেষকদল

জিয়াউর রহমান লিটু, সৈয়দা অনন্যা রহমান, নাজনীন কবীর

ডিজাইন ও মুদ্রণ
আইমেক্স মিডিয়া

ঢাকা, জানুয়ারি ২০০৬

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সিভিল এণ্ড এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং, এশিয়া প্যাসিফিক ইউনিভার্সিটি
এবং যাদের পরামর্শ ও সহযোগিতায় এই পুস্তিকা তথ্য বহুল করতে
সহায়ক হয়েছে তাদের সকলের প্রতি।

সূচিপত্র

ভূমিকা	৪
গবেষণা পদ্ধতি	৫
শব্দদূষণ কি	৬
শব্দদূষণের উৎস	৬
শব্দদূষণের প্রভাব	৬
কে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে?	৭
শব্দের মাত্রা পরিমাপ ও বিশ্লেষণ	৯
জনমত জরিপ	২৪
যান্ত্রিক যানবাহন ও শব্দদূষণ	২৮
শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা	২৯
অন্যদেশের অভিজ্ঞতা	৩০
আলোচনা	৩২
সুপারিশমালা	৩৪
উপসংহার	৩৫

গবেষণা

পদ্ধতি

এই প্রতিবেদন তৈরি করতে গিয়ে ঢাকা শহরের ২০টি স্থানের শব্দের মাত্রা পরিমাপ করা হয় এবং বিভিন্ন ব্যক্তির মতামত গ্রহণ করা হয়।

শব্দের মাত্রা পরিমাপ

২০০৪ সালের মে মাসের শেষ সপ্তাহ এবং জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত ঢাকা শহরের ২০টি স্থানের শব্দের মাত্রা পরিমাপ করা হয়। প্রতিটি এলাকার শব্দের মাত্রা সাউন্ড লেভেল মিটারের মাধ্যমে ফুটপাথ থেকে পরিমাপ করা হয়। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত প্রথম পর্বে এবং দুপুর ৩.০০ টা থেকে বিকাল ৫.৩০ টা পর্যন্ত এই শব্দের মাত্রা পরিমাপ করা হয়। প্রতিবার পরিমাপ করার সময় টানা পাঁচ মিনিট সেখানকার শব্দের মাত্রা নেয়া হয় এবং সাউন্ড লেভেল মিটারে উঠা রিডিংগুলো লিখে রাখা হয়। পরবর্তীতে সেগুলো সর্বোচ্চ, সর্বনিম্ন এবং সবগুলোর গড় হিসেবে বিশ্লেষণ করা হয়। এই গবেষণা কাজে ২ জন গবেষণা সহযোগীকে অর্ধদিবসব্যাপী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শব্দের মাত্রা পরিমাপ এবং জরিপ কাজে পাঠানো হয়।

জনমত জরিপ

ঢাকা শহরের ২০টি স্থানের শব্দের মাত্রা পরিমাপ করার সময় সে স্থানের বিভিন্ন ব্যক্তির মতামত গ্রহণ করা হয়। যেমন শাহবাগ এলাকায় শব্দের মাত্রা পরিমাপ করার সময় সেখানে অবস্থানরত বারডেম ও পিজি হাসপাতালের কয়েকজন রোগীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। তেমনিভাবে নীরব এলাকায় শব্দের মাত্রা পরিমাপের সময় স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মতামত গ্রহণ করা হয় এবং প্রতিটি এলাকা পরিমাপের সময় সেখানকার পথচারীদের মতামত নেয়া হয়।

এলাকা নির্বাচন

ঢাকাসহ অধিকাংশ শহরগুলোতে শব্দের মাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেড়ে চলেছে। যা মানুষের নিত্যদিনের জীবনপ্রবাহে বাধা সৃষ্টি করছে। এই পরিস্থিতেতে স্থান ও তার গুরুত্ব বিবেচনায় রেখে ১৯৯৭ সালের পরিবেশ সংরক্ষণ আইনে শহরকে মূলতঃ নিরব এলাকা, আবাসিক এলাকা, মিশ্র এলাকা, বাণিজ্যিক এলাকা ও শিল্প এলাকা এইপাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। দিন ও রাত্রি ভেদে নিরব এলাকায় দিনে ৪৫ ডেসিবেল, রাতে ৩৫ ডেসিবেল, আবাসিক এলাকায় দিনে ৫০ ডেসিবেল রাতে ৪০ ডেসিবেল, মিশ্র এলাকায় দিনে ৬০ ডেসিবেল রাতে ৫০ ডেসিবেল, বাণিজ্যিক এলাকায় দিনে ৭০ ডেসিবেল রাতে ৬০ ডেসিবেল এবং শিল্প এলাকায় দিনে ৫৭ ডেসিবেল রাতে ৭০ ডেসিবেল শব্দের মাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। কিন্তু ঢাকা শহরে এই মাত্রা কতটা নির্ধারিত পর্যায়ে থাকছে তা জানার জন্য এলাকাভেদে ২০টি স্থানে শব্দের মাত্রা পরিমাপ করা হয়।

ভূমিকা

শব্দ হচ্ছে সকল প্রাণীর যোগাযোগের মাধ্যম। শব্দের মাধ্যমে আমরা একে অপরের সাথে মনের ভাব বিনিময় করি। মানুষের সাথে অন্যান্য প্রাণীর পার্থক্য হচ্ছে মানুষ কথা বলতে পারে অন্যরা পারে না। এই কথা বলার জন্যও প্রয়োজন হয় শব্দের। যে মানুষ শব্দ শুনতে পারে না এবং কথা বলতে পারে না সে হাজার মানুষের মাঝে থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। কিন্তু শব্দ যখন অতিরিক্ত মাত্রায় উৎপন্ন হয় তখন সেটা সহ্যসীমার বাইরে চলে যায় এবং দূষণের পর্যায়ে পড়ে। এই মাত্রাতিরিক্ত শব্দ যে কোন মানুষের জন্যে মারাত্মক ক্ষতি ডেকে আনতে পারে। যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে হচ্ছে মানুষের অদূরদর্শী ক্রিয়াকলাপের কারণে।

বনায়ন ধ্বংস ও নগরায়ন, শিল্প ও প্রযুক্তির প্রসার, যান্ত্রিক যানবাহনের ব্যবহার বৃদ্ধি এবং মানুষের জীবনধারণের প্রেক্ষাপট পরিবর্তনই শব্দদূষণের মুলতঃ কারণ। শব্দদূষণ শুধুমাত্র নাগরিক জীবনের সমস্যা নয়, এটি ধীরে ধীরে গ্রামের, প্রত্যন্ত অঞ্চলের অফিস-আদালতে, হাসপাতালে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও ছড়িয়ে পড়ছে।

শব্দদূষণের ফলে সাময়িক থেকে স্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সর্বস্তরের জনগণ। তবে ছাত্র-ছাত্রী, হাসপাতালের রোগী, ট্রাফিক পুলিশ এবং গাড়ির চালকরা এর থেকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। শব্দদূষণের কারণে ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের মেধার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটাতে পারছে না। ফলে দেশ ও জাতি বিকশিত প্রজন্ম পাওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে কাজ করে আসছে। ২০০২ সালে শব্দদূষণ এর কারণ এবং এর দ্বারা সৃষ্ট সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য একটি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে। পরবর্তীতে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। যাতে করে জনগণ আইন সমন্ধে আরো সচেতন হয় এবং সরকার এ বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ইতোমধ্যে সরকার শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে খসড়া বিধিমালা প্রণয়ন করেছে। কিন্তু চূড়ান্ত করণের কাজ মাঝপথে থেমে রয়েছে। সরকার শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা দ্রুত প্রণয়ন করলে শব্দদূষণের ভয়াবহতা অনেকাংশে হ্রাস পাবে।

এই বইটির মাধ্যমে বর্তমানে ঢাকা শহরের শব্দের মাত্রা কোথায় কত পরিমানে রয়েছে, যান্ত্রিক যানবাহনের কারণে কিভাবে শব্দদূষণ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে অন্য দেশের কি আইন রয়েছে সেসব বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। আমাদের বিশ্বাস, শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে খসড়াকৃত বিধিমালাটি প্রণয়ন ও প্রয়োগ হলে এবং জনগণ এ বিষয়ে সচেতন ও তাদের আচরণগত কিছু পরিবর্তন করলে আমরা একটি শান্তিময় পরিবেশ তথা শহর ও গ্রামঞ্চলে বসবাস করতে পারবো।

শব্দদূষণ কি

পারস্পরিক যোগাযোগ রক্ষার অন্যতম প্রধান মাধ্যম শব্দ। শব্দ মানুষের উন্নয়ন কর্মকান্ড বা অগ্রযাত্রায়ও সহায়তা করছে। কিন্তু অতিরিক্ত মাত্রার শব্দ তৈরি করছে শব্দদূষণ। যা মানুষের দৈনন্দিন জীবনকে দুঃসহ করে তুলছে, মানুষ চরমভাবে শারিরীক ও মানসিক ক্ষতির মুখোমুখি হচ্ছে। অথচ এই শব্দদূষণের জন্য মনুষ্য সৃষ্ট কারণই দায়ী। মানুষের অদূরদর্শী ক্রিয়াকলাপই শব্দদূষণের প্রধানতম কারণ।

শব্দদূষণের উৎস

শব্দদূষণ সৃষ্টির জন্য প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট কারণই দায়ী। প্রাকৃতিক উৎসগুলির মধ্যে রয়েছে বাজ পড়ার শব্দ, মেঘের গর্জন ইত্যাদি। এই উৎসগুলো থেকে সৃষ্ট দূষণ হয়ত নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব না। কিন্তু মনুষ্যসৃষ্ট দূষণ নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব। মনুষ্য সৃষ্ট কারণগুলির মধ্যে অন্যতম প্রধান কারণ গাড়ির হর্ন। এছাড়া ইটভাঙ্গার মেশিন, জেনারেটরসহ বিভিন্ন মেশিনের শব্দ, কলকারখানার সৃষ্ট শব্দ, মিউজিক বা মাইকের শব্দ, আতশবাজির শব্দ, ট্রেনের হুইসেলের শব্দ, বিমান উড়ার শব্দসহ নানাভাবে এই শব্দদূষণ তৈরি হচ্ছে।

শব্দদূষণের প্রভাব

শব্দ সাধারণত কানের সাহায্যে মস্তিষ্কে শ্রবণের অনুভূতি তৈরি করে। আবার অতিরিক্ত মাত্রার শব্দ এই কানের সাহায্যেই মস্তিষ্কে আঘাত করে। এর থেকে তৈরি হচ্ছে নানা ধরনের সমস্যা। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা, ইউনিসেফ, বিশ্বব্যাংক এর একাধিক গবেষণা থেকে দেখা গেছে ৩০টি কঠিন রোগের কারণ ১২ রকমের পরিবেশ দূষণ। শব্দদূষণ তার মধ্যে অন্যতম। উচ্চ মাত্রার শব্দ যদি কোন ব্যক্তির মস্তিষ্কে বারবার আঘাত করতে থাকে তাহলে তার মাথা ধরা বা মাথা যন্ত্রণা, মেজাজ খিটখিটে, বিরক্তিবোধ, মনসংযোগ নষ্ট, ঘুমের অসুবিধা হতে পারে।

কোন ব্যক্তি বা প্রাণী যদি বেশি মাত্রার শব্দের মধ্যে অবস্থান করতে থাকে তাহলে কানের যে স্তরের সাহায্যে শব্দ বহন করে মস্তিষ্কে নিয়ে যায় সে স্তরটি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ফলে সে কানে শোনার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। এর থেকে তৈরি হয় আরো অনেক অসঙ্গতি। যে ব্যক্তির শ্রবণযন্ত্র বিকল হয়ে পড়ে সে সামগ্রিক যোগাযোগ ব্যবস্থা থেকে পিছিয়ে পড়ছে। যা আমাদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, এমনকি আচরণগত ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলাসহ অনেক বড় বড় সমস্যা তৈরি করতে পারে।

হৃদরোগে আক্রান্ত ব্যক্তির জন্য উচ্চ মাত্রার শব্দ খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। তারজন্য যে কোন ধরণের দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। শুধু তাই নয় অতিরিক্ত মাত্রার শব্দ মনসংযোগ নষ্ট করে এবং ছাত্র-ছাত্রীরাসহ যারা নিবিষ্ট চিত্তে কাজ করতে চান তাদের জন্য শব্দদূষণ ভয়াবহ সংকট তৈরি করছে। তারা বুদ্ধিদীপ্ত কোন কাজ করতে পারছে না। এমনকি বাড়ির ছোট ছোট শিশুরাও শব্দদূষণের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তাদের মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

নীরব এলাকা

অক্সফোর্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এলাকার শব্দের মাত্রা

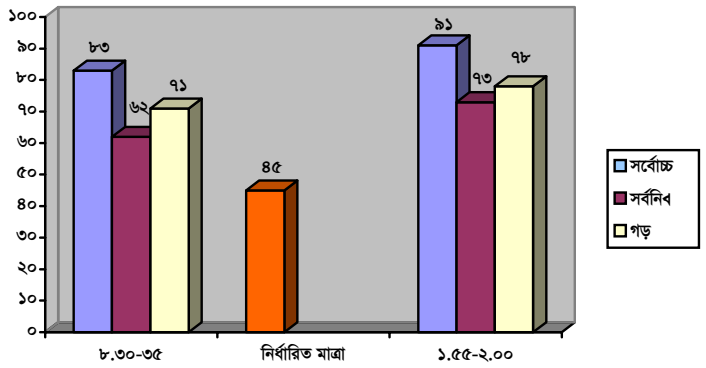

১৯৯৭ সালের পরিবেশ ও বন সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী হাসপাতাল, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান এবং সরকারের নির্ধারিত কিছু প্রতিষ্ঠান থেকে ১০০ মিটার দুরত্ব পর্যন্ত নীরব এলাকা হিসাবে চিহ্নিত। এই সব স্থানে মোটরগাড়ির হর্ন বা সংকেত এবং মাইকিং করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। নীরব এলাকায় শব্দের সহনীয় মাত্রা সকাল ৬ থেকে রাত ৯ টা পর্যন্ত ৪৫ ডেসিবেল। ১৯৯৭ সালের আইন অনুযায়ী ধানমন্ডিতে যতগুলো স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে তাদের ১০০ মিটার পর্যন্ত নীরব এলাকা হলে পুরো ধানমন্ডি এলাকাকে নীরব এলাকা হিসেবে বিবেচিত করা যায়। ধানমন্ডিতে অবস্থিত অক্সফোর্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এর সামনে সকাল ৮.৩০ মিনিটে শব্দের সর্বোচ্চ মাত্রা ছিল ৮৩ ডেসিবেল এবং সর্বনিম্ন ছিল ৬২ ডেসিবেল। আবার দুপুর ১ টা থেকে সব স্কুল ছুটি দেয়া শুরু করে। এসময় ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে যাওয়ার জন্য অভিভাবকদের গাড়ি সৃষ্টি করে যানজটের এবং শব্দের মাত্রা ৯০ ডেসিবেলও ছাড়িয়ে যায়। এ সময় শব্দের মাত্রা সর্বোচ্চ ৯১ ডেসিবেল , সর্বনিম্ন ছিল ৭৩ ডেসিবেল এবং গড়ে ৭৮ ডেসিবেল।

পিতা-মাতারা নিজেদের গাড়ির হর্নের কারণে যেমন নিজের সন্তানদের ক্ষতি করছেন তেমনি অন্য বাচ্চাদের ও আশে-পাশের মানুষ এবং পরিবেশেরও ক্ষতি করছেন।

ভিকারুননিসানুন স্কুল এলাকার শব্দের মাত্রা

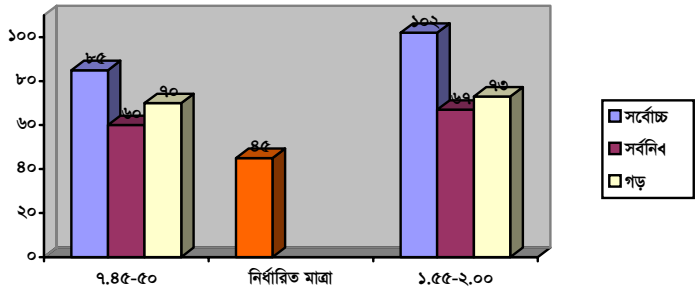

ঢাকার অন্যতম একটি প্রতিষ্ঠিত স্কুল ভিকারুননিসা নুন স্কুল। এই স্কুলটিতে দুইটি শিফটে ক্লাস নেয়া হয়। সকাল ৭ টা থেকে শুরু হয় প্রথম শিফট। স্কুলের শিক্ষার মান ও পরিবেশ প্রশংসারযোগ্য । কিন্তু স্কুলের ছাত্রীরা শব্দদূষণের ভয়াবহতা থেকে মুক্ত নয়। স্কুলের সামনে সকাল ৭.৪৫ মিনিটে পরিমাপ করে দেখা যায় শব্দের মাত্রা সর্বোচ্চ ৮৫ ডেসিবেল, সর্বনিম্ন ৬০ ও গড়ে ৭০ ডেসিবেল। দুপুর ১.৫৫ মিনিটে শব্দের মাত্রা সর্বোচ্চ ১০২ ডেসিবেল এবং সর্বনিম্ন ৬৭ ডেসিবেল। স্কুল শুরু এবং স্কুল ছুটির সময় এই এলাকাগুলোতে শব্দের মাত্রা সহনীয় মাত্রা চেয়ে অনেক বেশি হয়ে যায়। নীরব এলাকায় শব্দের সহনীয় মাত্রা ৪৫ ডেসিবেল কিন্তু এখানে ছাত্র-ছাত্রীদের অবস্থানকালে এটা প্রায় দ্বিগুন থাকছে। চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের মতে শব্দের মাত্রা ৮০ ডেসিবেল এর উপরে গেলে এটা স্পষ্টভাবে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।

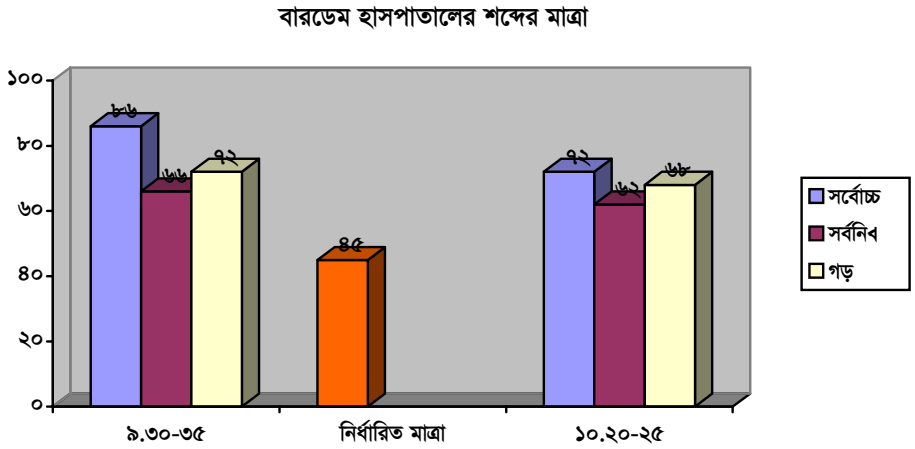

বারডেম হাসপাতালের শব্দের মাত্রা

আবাসিক এলাকা

ধানমন্ডি এলাকায় সকাল বেলার শব্দের মাত্রা

পরিকল্পনাহীনতার একটি বাস্তব চিত্র শাহবাগ এলাকা। এখানে রাস্তার দুধারে অবস্থান করছে দেশের দুটি বৃহৎ এবং গুরুত্বপূর্ণ হাসপাতাল বারডেম এবং পিজি হাসপাতাল। হাসপাতালকে নীরব এলকা হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও এর পাশ দিয়ে চলে যাওয়া রাস্তা ও তার সংযোগস্থল এবং রাস্তার চলাচলকারী যানবাহনের শব্দের কারণে এটা আর নীরব থাকে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা গেছে এখানে রোগীরা কোন রকম নিরিবিলি পরিবেশ পাচ্ছে না। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে উচ্চ শব্দের কারণে রোগীদের শারীরিক অবস্থার আরো অবনতি হচ্ছে।

বারডেম হাসপাতালে সকাল ৯.৩০ মিনিট থেকে ১০.৩০ মিনিট পর্যন্ত এই এক ঘন্টা হাসপাতালের ভিতরে শব্দের মাত্রা পরিমান করা হয়। সকাল ৯.৩০ মিনিটে শব্দের মাত্রা সর্বোচ্চ ছিল ৮৬ ডেসিবেল, সর্বনিম্ন ৬৬ এবং গড়ে ৭২ ডেসিবেল। সকাল ১০.৩০ মিনিটে শব্দের মাত্রা সর্বোচ্চ ৭২ ডেসিবেল, সর্বনিম্ন ৬২ ডেসিবেল এবং গড়ে ৬৮ ডেসিবেল। এই এক ঘন্টার পরিমাপে সর্বনিম্ন ডেসিবেল কখনো সহনীয় মাত্রার মধ্যে ছিল না। বাধ্য হয়ে রোগীরা শব্দের এই উচ্চ মাত্রা সহ্য করছেন। এর কারণে যেসব রোগী হৃদরোগে আক্রান্ত তাদের অবস্থা আরো নাজুক হয়ে পড়ছে।

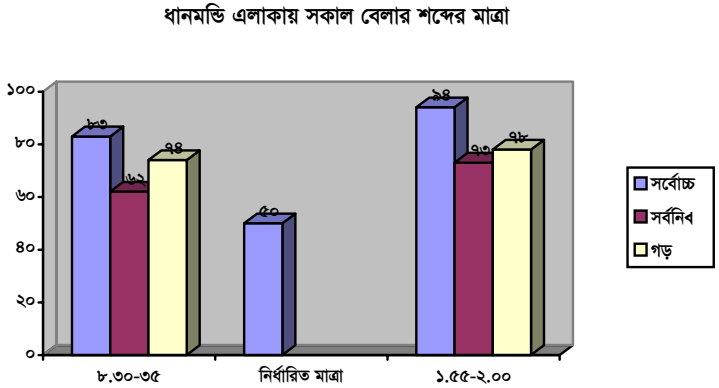

ঢাকা শহরের আবাসিক এলাকারগুলোর মধ্যে ধানমন্ডি অন্যতম। ধানমন্ডি এলাকায় বেশ কিছু স্কুল, কলেজ ও হাসপাতাল রয়েছে। তাই কোন কোন ক্ষেত্রে এটাকে নীরব এলাকা হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। এখানে অবস্থিত স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের আসা যাওয়ার জন্য প্রচুর পরিমানে প্রাইভেট গাড়ি ও স্কুলের গাড়ি চলাচল করে। গাড়ির হর্নের কারণে সকাল ৭টা থেকে ধানমন্ডি এলাকা হয়ে উঠে পুরোপুরি কোলাহলপূর্ণ। আবাসিক এলাকায় শব্দের মাত্রা সকাল ৬ থেকে রাত ৯ টা পর্যন্ত ৫০ ডেসিবেল থাকা উচিত। সেখানে ধানমন্ডিতে সকাল ৮.৩০ মিনিটে সর্বোচ্চ শব্দের মাত্রা প্রায় ৮৩ ডেসিবেল থাকে। কখনো কখনো সেটা ৬২ ডেসিবেল এ নেমে আসে। তেমনি দুপুর ১.৫৫ মিনিটে এখানেই শব্দের সর্বোচ্চ মাত্রা ৯১ ডেসিবেল এবং এ সময় সর্বনিম্ন ডেসিবেল ছিল ৭৩। সকাল ৮.৩০ টা থেকে দুপুর ২ টা পর্যন্ত শব্দের মাত্রা কখনো সহনীয় মাত্রার মধ্যে ছিল না।

ধানমন্ডি এলাকায় বিকাল বেলার শব্দের মাত্রা

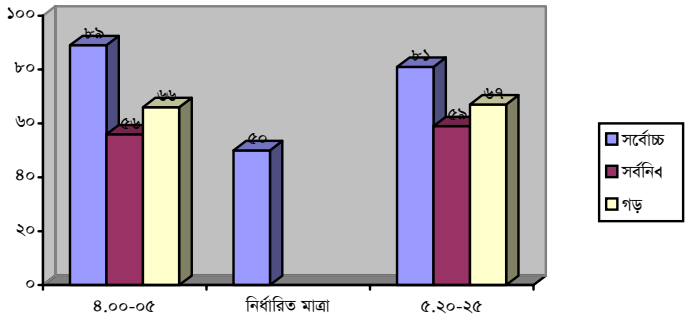

ধানমন্ডিতে বিকালের অবস্থা সকালের থেকে তুলনামূলকভাবে কিছুটা ভালো। যদিও মানুষের সহনীয় মাত্রা অপেক্ষা অনেক বেশি ছিল। বিকাল ৪.০০ টায় শব্দের মাত্রা সর্বোচ্চ ৮৯ ডেসিবেল ছিল এবং সর্বনিম্ন ৫৬ ডেসিবেল। আবার ৫ টা পর শব্দের মাত্রা সর্বোচ্চ ৮১ ডেসিবেল, সর্বনিম্ন ৫৯ ডেসিবেল এবং গড়ে ৬৭ ডেসিবেল।

কল্যাণপুর এলাকায় সকাল বেলার শব্দের মাত্রা

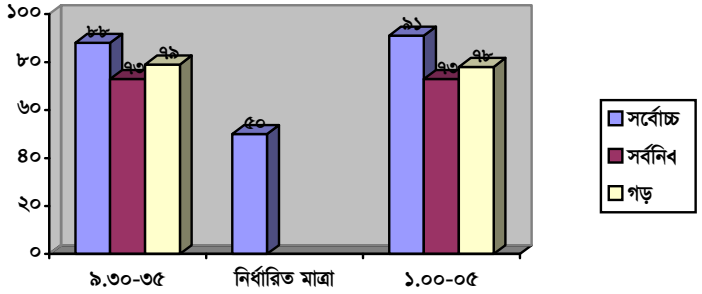

এই গবেষণা কার্যক্রমে দুটি আবাসিক এলাকায় শব্দের মাত্রা পরিমাপ করা হয়। একটি কল্যানপুর ও অপরটি ধানমন্ডি। উভয় এলাকাতেই শব্দ সহনীয় মাত্রার চেয়ে অনেক বেশি রয়েছে। কল্যাণপুরে সকাল ৯.৩০ মিনিটে শব্দের মাত্রা সর্বোচ্চ ৮৮ ডেসিবেল, সর্বনিম্ন ৭৩ ডেসিবেল এবং গড়ে ৭৯ ডেসিবেল। আবার দুপুর ১.০০ টায় শব্দের মাত্রা ৯১ ডেসিবেল, সর্বনিম্ন ৭৩ ডেসিবেল এবং গড়ে শব্দের মাত্রা ৭৮ ডেসিবেল। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত শব্দের মাত্রা পরিমাপ করে দেখা গেছে সর্বোচ্চ ৯১ ডেসিবেল এবং শব্দের মাত্রা কখনো ৭০ এর নীচে নামেনি।

কল্যাণপুর এলাকায় বিকাল বেলার শব্দের মাত্রা

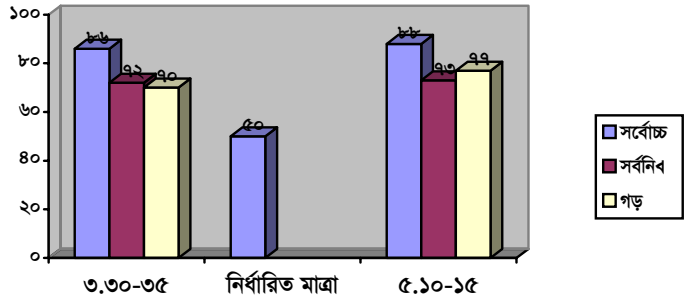

সাধারণত একটি আবাসিক এলাকায় দুপুর থেকে বিকাল পর্যন্ত শান্ত নিরিবিলি পরিবেশ বিরাজ করে। কিন্তু শব্দের মাত্রা পরিমাপ করে এর ভিন্ন রকম চিত্র পাওয়া গেছে। কল্যানপুরে বিকাল ৩.৩০ মিনিটে শব্দের মাত্রা ছিল সর্বোচ্চ ৮৬ ডেসিবেল, সর্বনিম্ন ৭২ ডেসিবেল এবং গড়ে ৭০ ডেসিবেল। বিকাল ৫.১০ থেকে ৫.১৫ মিনিটে শব্দের মাত্রা সর্বোচ্চ ৮৮ ডেসিবেল, সর্বনিম্ন ৭৩ ডেসিবেল এবং গড়ে ৭৭ ডেসিবেল। আবাসিক এলাকার জন্য শব্দের সহনীয় মাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে দিনে ৫০ ডেসিবেল কিন্তু গবেষণায় দেখা যাচ্ছে শব্দের মাত্রা কখনোই ৭০ ডেসিবল এর নিচে নামেনি। ফলে খুব সহজে অনুমান করা যায় শব্দের কারণে এখানে বসবাসরত মানুষের দৈনন্দিন জীবনের উপর কি রকম প্রভাব পড়ছে।

মিশ্র এলাকা

মোহাম্মদপুর এলাকায় সকাল বেলার শব্দের মাত্রা

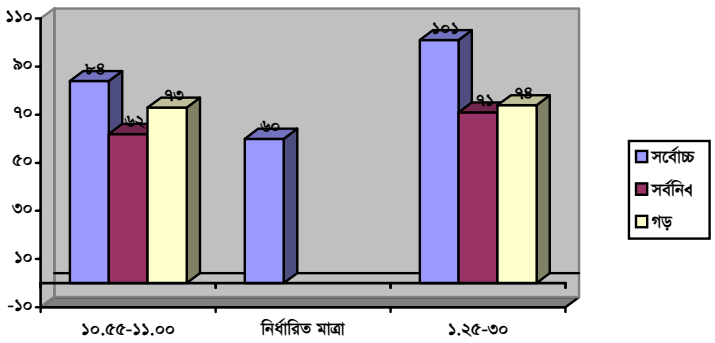

ঢাকা শহরের অধিকাংশ এলাকা মিশ্র এলাকা হিসেবে বিবেচিত। মোহাম্মদপুর এলাকায় অফিসসহ বিভিন্ন ছোট বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থাকায় এই এলাকাকেও মিশ্র এলাকা হিসেবে ধরা হয়। পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ অনুযায়ী মিশ্র এলাকায় শব্দের মাত্রা দিনে ৬০ ডেসিবল এবং রাতে ৫০ ডেসিবেল থাকা উচিত । কিন্তু মোহাম্মদপুর এলাকায় সকাল ১০.৫৫ থেকে ১১.০০ টা পর্যন্ত শব্দের মাত্রা ৮৪ ডেসিবেল সর্বোচ্চ, সর্বনিম্ন ৬২ ডেসিবেল এবং গড়ে শব্দের মাত্রা ৭৩ ডেসিবেল পাওয়া যায়। আবার দুপুর ১.২৫ থেকে ১.৩০ পর্যন্ত শব্দের মাত্রা সর্বোচ্চ ১০১ ডেসিবেল, সর্বনিম্ন ৭১ ডেসিবেল এবং গড় ৭৪ ডেসিবেল। কিন্তু সহনীয় ও নির্ধারণকৃত মাত্রা অনুযায়ী দিনের বেলা এখানে ৬০ ডেসিবেল এর মধ্যে থাকার কথা সেখানে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত অবস্থান করে দেখা গেছে কখনো কখনো শব্দের মাত্রা ১০০ ডেসিবেল ছাড়িয়ে গেছে। যেটা মানুষের শ্রবণ ক্ষমতা হ্রাসসহ নানা প্রকার জটিল সমস্যা তৈরি করছে।

মোহাম্মদপুর এলাকায় বিকাল বেলার শব্দের মাত্রা

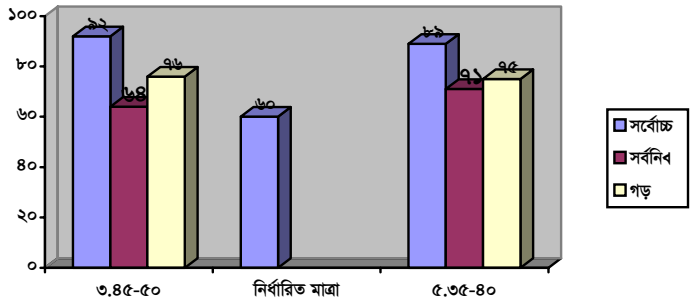

মোহাম্মদপুর এলাকায় বিকাল ৩.৪৫ থেকে ৩.৫০ পর্যন্ত শব্দের মাত্রা সর্বোচ্চ ৯২ ডেসিবেল, সর্বনিম্ন ৬৪ ডেসিবেল এবং গড়ে শব্দের মাত্রা ৭৬ ডেসিবেল। আবার বিকাল ৫.৩৫ থেকে ৫.৪০ পর্যন্ত শব্দের মাত্রা সর্বোচ্চ ৮৯ ডেসিবেল, সর্বনিম্ন ৭১ ডেসিবেল এবং গড়ে ৭৫ ডেসিবেল।

সদরঘাট এলাকায় সকাল বেলার শব্দের মাত্রা

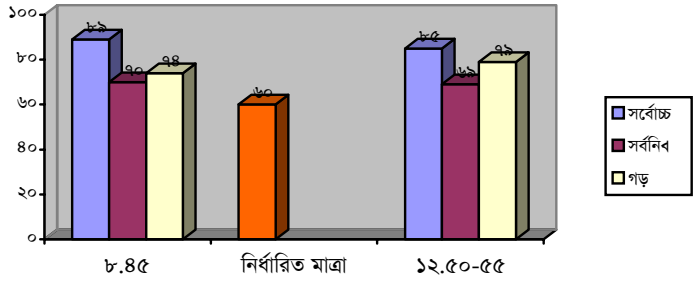

সদরঘাট এলাকায় লঞ্চঘাট অবস্থিত। ঢাকা থেকে দক্ষিণ বঙ্গের যাতায়াতের প্রধানতম মাধ্যম লঞ্চ। লঞ্চযাত্রীরা ঢাকা শহরে বিভন্ন প্রান্ত থেকে এখানে আসে এবং যায়। লঞ্চের শব্দের পাশাপাশি বিভিন্ন পরিবহণের সৃষ্ট শব্দ এখানকার বাতাসকে ভারী করে তুলেছে। এখানে ৮.৪৫ থেকে ৮.৫০ মিনিটে শব্দের মাত্রা সর্বোচ্চ ৮৯ ডেসিবেল, সর্বনিম্ন ৭০ ডেসিবেল এবং গড়ে ৭৪ ডেসিবেল। তেমনি দুপুর ১২.৫০ মিনিটে শব্দের মাত্রা সর্বোচ্চ ৮৫ ডেসিবেল, সর্বনিম্ন ৬৯ ডেসিবেল এবং গড়ে শব্দের মাত্রা ৭৯ ডেসিবেল।

সদরঘাট এলাকায় বিকাল বেলার শব্দের মাত্রা

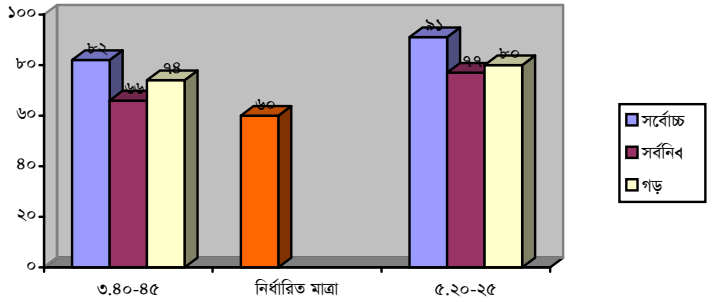

সদরঘাট এলাকায় বিকাল ৩.৪০ মিনিটে শব্দের মাত্রা সর্বোচ্চ ৮২ ডেসিবেল, সর্বনিম্ন ৬৬ ডেসিবেল এবং গড়ে ৭৪ ডেসিবেল। বিকাল ৫.২০ মিনিটে শব্দের মাত্রা ৯১ ডেসিবেল,সর্বনিম্ন ৭৭ ডেসিবেল এবং গড়ে শব্দের মাত্রা ৮০ ডেসিবেল।

মৌচাক এলাকায় সকাল বেলার শব্দের মাত্রা

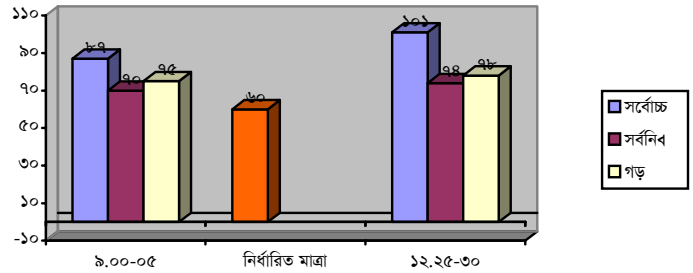

ঢাকা শহরের ব্যস্ততম এলাকাগুলোর মধ্যে মৌচাক একটি। এখানে সারাদিন প্রায় বিভিন্ন কারণে যানজট লেগে থাকে। শব্দের তীব্রতাও এখানে প্রকট। এই তীব্র শব্দের মধ্যে যাত্রীরা দীর্ঘক্ষণ রাস্তায় অবস্থান করে। এখানে শব্দের মাত্রা পরিমাপ করতে গিয়ে দেখা গেছে সকাল ৯.০০ টা থেকে ৯.০৫ মিনিটে শব্দের মাত্রা সর্বোচ্চ ৮৭ ডেসিবেল, সর্বনিম্ন ৭০ ডেসিবেল এবং গড়ে ৭৫ ডেসিবেল। আবার দুপুর ১২ টায় শব্দের মাত্রা সর্বোচ্চ ১০১ ডেসিবেল, সর্বনিম্ন ৭৪ ডেসিবেল এবং গড়ে ৭৮ ডেসিবেল রয়েছে।

মৌচাক এলাকায় বিকাল বেলার শব্দের মাত্রা

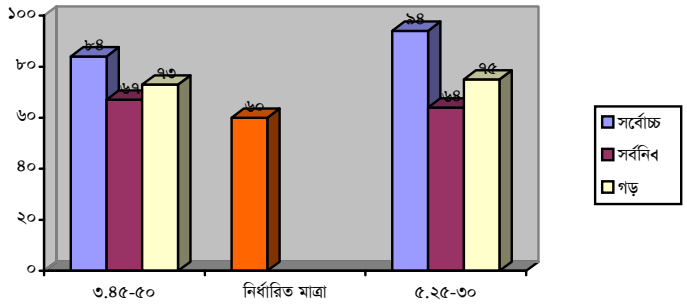

মৌচাক এলাকায় বিকাল ৩.৪৫ মিনিটে শব্দের মাত্রা সর্বোচ্চ ৮৪ ডেসিবেল, সর্বনিম্ন ৬৭ ডেসিবেল এবং গড়ে ৭৩ ডেসিবেল রয়েছে। আবার বিকাল ৫.২৫ মিনিটে শব্দের মাত্রা সর্বোচ্চ ৯৪ ডেসিবেল, সর্বনিম্ন ৬৪ ডেসিবেল এবং গড়ে ৭৫ ডেসিবেল। পাঁচ মিনিট পরিমাপকালে যখন শব্দের মাত্রা সর্বোচ্চ ৯৪ ডেসিবেল এবং সর্বনিম্ন ৬৪ ডেসিবেল থাকে তখন স্বাভাবিকভাবে বোঝা যায় যে সর্বোচ্চ শব্দের মাত্রা উঠার সময় সে এলাকায় কি ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়।

সায়েন্সল্যাবরেটরি এলাকায় সকাল বেলার শব্দের মাত্রা

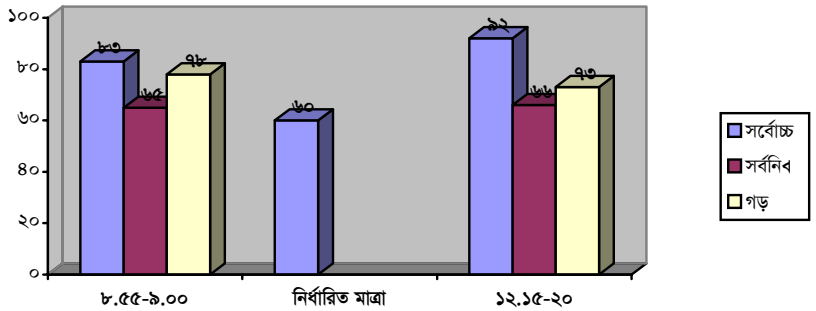

সায়েন্স ল্যাবরেটরি ঢাকা শহরের গুরুত্বপূর্ণ এবং ব্যস্ততম এলাকাগুলোর মধ্যে একটি। এখানে রাস্তার পাশে রয়েছে ঢাকা সিটি কলেজ, ঢাকা কলেজসহ বেশ কয়েকটি বড় বড় ক্লিনিক। এখানে সকাল ৮.৫৫ থেকে ৯.০০ টায় শব্দের সর্বোচ্চ মাত্রা ৮৩ ডেসিবেল, সর্বনিম্ন ৬৫ ডেসিবেল এবং গড়ে ৭৮ ডেসিবেল। আবার দুপুর ১২.১৫ থেকে ২০ মিনিট পর্যন্ত শব্দের সর্বোচ্চ মাত্রা ৯২ ডেসিবেল এবং সর্বনিম্ন ৬৬ ডেসিবেল এবং গড়ে ৭৩ ডেসিবেল। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত শব্দের মাত্রা পরিমাপ করে কখনো সর্বনিম্ন মাত্রা ৬০ এর নীচে নামেনি। শব্দের যে মাত্রা সায়েন্স ল্যাবরেটরি এলাকায় রয়েছে তাতে করে এখানে অধ্যায়নরত ছাত্র-ছাত্রীরা কিভাবে পড়ালেখায় মনোসংযোগ করে তা চিন্তার বিষয়।

সায়েন্সল্যাবরেটরি এলাকায় বিকাল বেলার শব্দের মাত্রা

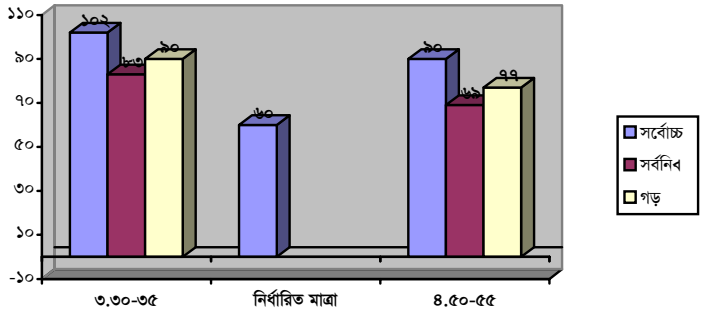

সায়েন্স ল্যাবরেটরি এলাকায় বিকাল ৩.৩০ থেকে ৩.৩৫ মিনিট পর্যন্ত শব্দের মাত্রা সর্বোচ্চ ১০২ ডেসিবেল, সর্বনিম্ন ৮৩ ডেসিবেল এবং গড়ে ৯০ ডেসিবেল। বিকাল ৪.৫০ থেকে ৪.৫৫ মিনিট পর্যন্ত শব্দের মাত্রা সর্বোচ্চ ৯০ ডেসিবল, সর্বনিম্ন ৬৯ ডেসিবেল এবং গড়ে ৭৭ ডেসিবেল। বিশেষত বিকাল ৩ টার পর সায়েন্স ল্যাবে শব্দের যে তান্ডব শুরু হয় তা খুবই ভয়ংকর। এ পথ দিয়ে যারা নিয়মিত যাতায়াত করেন তাদের শ্রবণশক্তি দিনে দিনে হ্রাস পাচ্ছে এবং তারা মস্তিষ্কে একধরনের যন্ত্রণা অনুভব করে থাকেন।

সায়েদাবাদ এলাকায় সকাল বেলার শব্দের মাত্রা

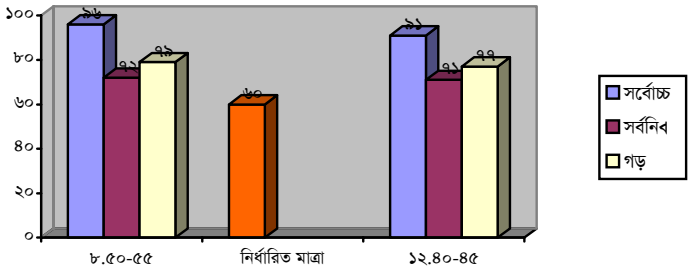

সায়েদাবাদ থেকে চট্টগ্রাম রুটে বেশ কয়েকটি বাস সার্ভিস চালু আছে। এখানে গাড়ি প্রবেশ বা প্রস্থানের জন্য যথাযথ কোন ব্যবস্থাপনা নেই। একারণে সায়েদাবাদে প্রায় সময়ে ভীড় লেগে থাকে। সায়েদাবাদ এলাকায় সকাল ৮.৫০ থেকে ৮.৫৫ মিনিট পর্যন্ত শব্দের মাত্রা পরিমাপ করে দেখা গেছে এখানে সর্বোচ্চ ৯৬ ডেসিবেল, সর্বনিম্ন ৭২ ডেসিবেল এবং গড়ে ৭৯ ডেসিবেল। দুপুর ১২.৪০ থেকে ৪৫ মিনিট পর্যন্ত শব্দের মাত্রা সর্বোচ্চ ৯১ ডেসিবেল, সর্বনিম্ন ৭১ ডেসিবেল এবং গড়ে ৭৭ ডেসিবেল।

সায়েদাবাদ এলাকায় বিকাল বেলার শব্দের মাত্রা

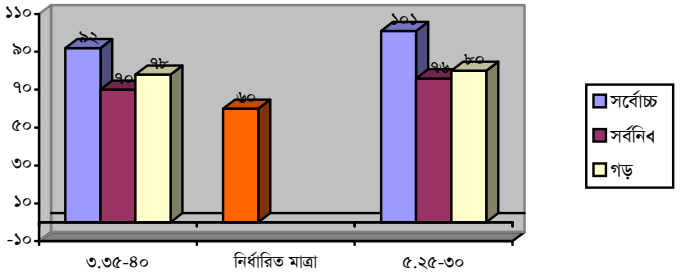

সায়েদাবাদে বিকাল ৩.৩৫ থেকে ৪০ মিনিট পর্যন্ত শব্দের মাত্রা পরিমাপ করে দেখা গেছে যে সর্বোচ্চ ৯২ ডেসিবেল, সর্বনিম্ন ৭০ ডেসিবেল এবং গড়ে ৭৮ ডেসিবেল রয়েছে। বিকাল ৫.২৫ মিনিট থেকে ৩০ মিনিট পর্যন্ত শব্দের মাত্রা ১০১ ডেসিবেল, সর্বনিম্ন ৭৬ ডেসিবেল এবং গড়ে ৮০ ডেসিবেল। সায়েদাবাদে অবস্থানরত জনগণ প্রতিনিয়ত ৭৫ থেকে ৮০ ডেসিবেল শব্দের মধ্যে বসবাস করছে। যেখানে মানুষের শব্দের সহনীয় মাত্রা ৪৫ ডেসিবেল সেখানে আমরা তারা প্রায় দ্বিগুণ শব্দের মধ্যে বসবাস করছে।

মহাখালি এলাকায় বিকাল বেলার শব্দের মাত্রা

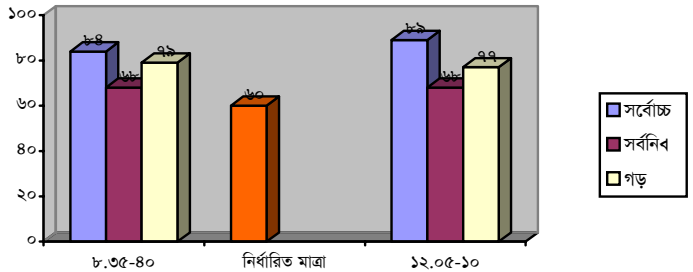

মহাখালি সমগ্র উত্তর বঙ্গের সাথে সড়ক পথে যোগাযোগের সংযোগস্থল। এই এলাকায় সকাল ৮.৩৫ থেকে ৪০ মিনিট পর্যন্ত শব্দের মাত্রা পরিমাপ করে দেখা গেছে যে সর্বোচ্চ ৮৪ ডেসিবেল, সর্বনিম্ন ৬৪ ডেসিবেল এবং গড়ে ৭৯ ডেসিবেল। এছাড়া দুপুর ১২.০৫ থেকে ১২.১০ মিনিট পর্যন্ত সর্বোচ্চ শব্দের মাত্রা ছিল ৮৯ ডেসিবেল, সর্বনিম্ন ৬৮ ডেসিবেল এবং গড়ে ৭৭ ডেসিবেল ছিল।

মহাখালি এলাকায় বিকাল বেলার শব্দের মাত্রা

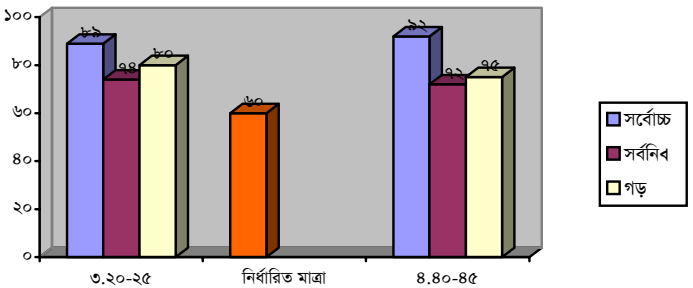

মহাখালিতে বিকাল ৩.২০ থেকে ৩.২৫ মিনিট পর্যন্ত শব্দের মাত্রা ৮৯ ডেসিবেল, সর্বনিম্ন ৭৪ ডেসিবেল এবং গড়ে ৮০ ডেসিবেল। বিকাল ৪.৪০ থেকে ৪.৪৫ মিনিট পর্যন্ত শব্দের মাত্রা সর্বোচ্চ ৯২ ডেসিবেল, সর্বনিম্ন ৭২ ডেসিবেল এবং গড়ে ৭৫ ডেসিবেল।

ফার্মগেইট এলাকায় সকাল বেলার শব্দের মাত্রা

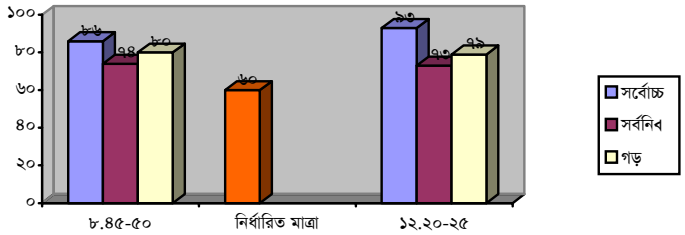

ব্যস্ততম ও কোলাহল, মুখর একটি শহর ঢাকা। এর ফার্মগেইট এলাকার ব্যস্ততা বা কোলাহল কখনই নিশেষিত হয় না। এই এলাকায় সব সময় জনসাধারণের ভীড় ও গাড়ির ভীড় লেগেই থাকে। ফার্মগেইট এলাকায় সকাল ৮.৪৫ থেকে ৮.৫০ মিনিট পর্যন্ত শব্দের মাত্রা সর্বোচ্চ ৮৬ ডেসিবেল, সর্বনিম্ন ৭৪ ডেসিবেল এবং গড়ে ৮০ ডেসিবেল। আবার দুপুর ১২.২০ থেকে ১২.২৫ মিনিট পর্যন্ত শব্দের মাত্রা সর্বোচ্চ ৯৩ ডেসিবেল, সর্বনিম্ন ৭৩ ডেসিবেল এবং গড়ে ৭৯ ডেসিবেল।

ফার্মগেইট এলাকায় বিকাল বেলার শব্দের মাত্রা

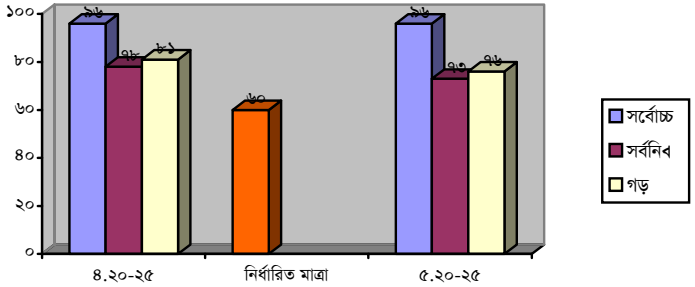

ফার্মগেইট এলাকায় বিকাল ৪.২০ থেকে ৪.২৫ মিনিট পর্যন্ত শব্দের মাত্রা সর্বোচ্চ ৯৬ ডেসিবেল, সর্বনিম্ন ৭৮ ডেসিবেল এবং গড়ে ৮১ ডেসিবেল। আবার বিকাল ৫.২০ থেকে ৫.২৫ মিনিট পর্যন্ত শব্দের মাত্রা সর্বোচ্চ ৯৬ ডেসিবেল, সর্বনিম্ন ৭৩ ডেসিবেল এবং গড়ে ৭৬ ডেসিবেল। উপরের তথ্য পর্যবেক্ষণ করলে আমরা দেখতে পায় যে, ফার্মগেইট এলাকার সকাল-বিকাল সকল সময়ই গড় শব্দের মাত্রা ৮০ ডেসিবেলের কাছাকাছি রয়েছে।

গুলিস্তান এলাকায় সকাল বেলার শব্দের মাত্রা

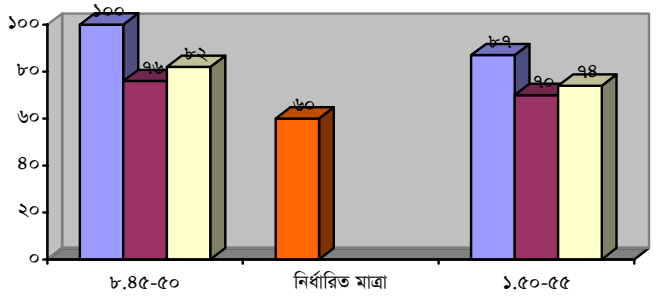

গুলিস্তান ঢাকার এক সময়কার প্রাণকেন্দ্র, এর একদিকে পুরানো ঢাকা, অন্যদিকে সম্প্রসারিত নতুন ঢাকা। নতুন পুরাতনের এই সংযোগস্থলে শব্দের মাত্রা পরিমাপ করতে দেখা গেছে সকাল ৮.৪৫ থেকে ৮.৫০ মিনিটের শব্দের মাত্রা সর্বোচ্চ ১০০ ডেসিবেল, সর্বনিম্ন ৭৬ ডেসিবেল এবং গড়ে ৮২ ডেসিবেল। আবার দুপুর ১.৫০ থেকে ১.৫৫ মিনিট পর্যন্ত শব্দের মাত্রা সর্বোচ্চ ৮৭ ডেসিবেল, সর্বনিম্ন ৭০ ডেসিবেল এবং গড়ে ৭৪ ডেসিবেল।

গুলিস্তান এলাকায় বিকাল বেলার শব্দের মাত্রা

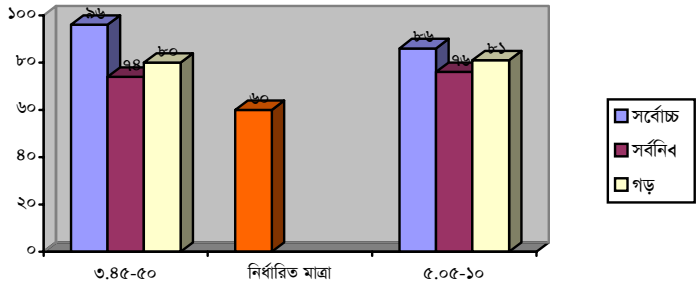

গুলিস্তান এলাকায় বিকাল ৩.৪৫ থেকে ৩.৫০ মিনিট পর্যন্ত শব্দের মাত্রা সর্বোচ্চ ৯৬ ডেসিবেল, সর্বনিম্ন ৭৪ ডেসিবেল এবং গড়ে ৮০ ডেসিবেল। আবার বিকাল

৫.০৫ থেকে ৫.১০ মিনিট পর্যন্ত শব্দের মাত্রা সর্বোচ্চ ৮৬ ডেসিবেল, সর্বনিম্ন ৭৬ ডেসিবেল এবং গড়ে ৮১ ডেসিবেল।

বাংলামোটর এলাকায় সকাল বেলার শব্দের মাত্রা

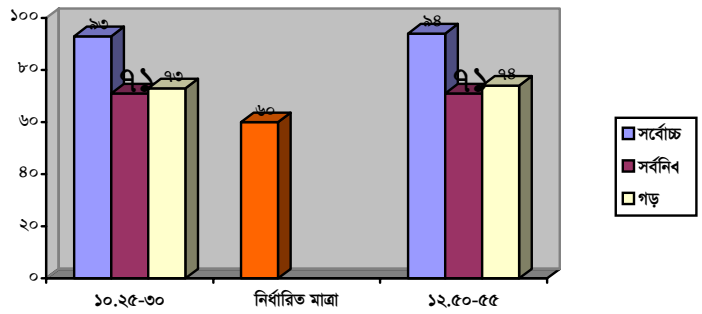

ঢাকা শহরের বাংলামোটর এলাকায় শব্দের মাত্রা পরিমাপ করতে গিয়ে দেখা গেছে সেখানে সকাল ১০.২০ থেকে ১০.২৫ মিনিটে শব্দের মাত্রা সর্বোচ্চ ৯৩ ডেসিবেল, সর্বনিম্ন ৭১ ডেসিবেল এবং গড়ে ৭৩ ডেসিবেল। আবার দুপুর ১২.৫০ থেকে ১২.৫৫ মিনিট পর্যন্ত শব্দের মাত্রা সর্বোচ্চ ৯৪ ডেসিবেল, সর্বনিম্ন ৭১ ডেসিবেল এবং গড়ে ৭৪ ডেসিবেল।

বাংলামোটর এলাকায় বিকাল বেলার শব্দের মাত্রা

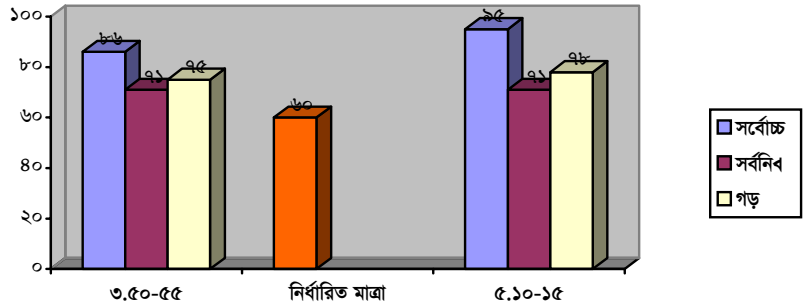

বাংলামোটর এলাকায় বিকাল ৩.৫০ থেকে ৩.৫৫ মিনিট পর্যন্ত শব্দের মাত্রা সর্বোচ্চ ৮৬ ডেসিবেল, সর্বনিম্ন ৭১ ডেসিবেল এবং গড়ে ৭৫ ডেসিবেল। আবার বিকাল ৫.১০ থেকে ৫.১৫ মিনিট পর্যন্ত শব্দের মাত্রা সর্বোচ্চ ৯৫ ডেসিবেল, সর্বনিম্ন ৭১ ডেসিবেল এবং গড়ে ৭৪ ডেসিবেল।

মগবাজার এলাকায় সকাল বেলার শব্দের মাত্রা

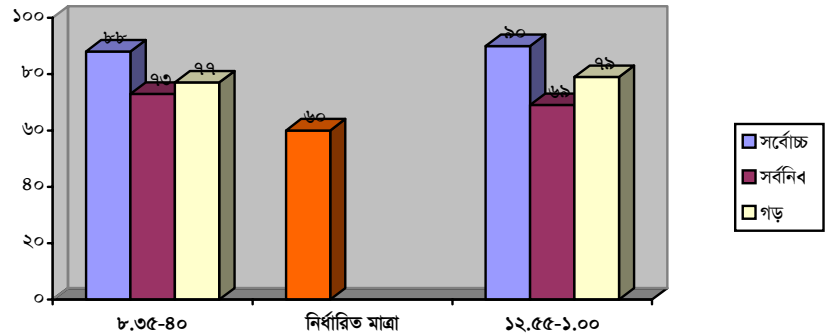

মগবাজার ঢাকার আর একটি ব্যস্ততম এবং অতিরিক্ত মাত্রার শব্দযুক্ত এলাকা। এখানে সকাল ৮.৩৫ থেকে ৮.৪০ মিনিটে শব্দের সর্বোচ্চ মাত্রা ৮৮ ডেসিবেল, সর্বনিম্ন ৭৩ ডেসিবেল এবং গড়ে ৭৭ ডেসিবেল। আবার দুপুর ১২.৫৫ থেকে ১.০০ টা পর্যন্ত শব্দের মাত্রা সর্বোচ্চ ৯০ ডেসিবেল, সর্বনিম্ন ৬৯ ডেসিবেল এবং গড়ে ৭৯ ডেসিবেল।

মগবাজার এলাকায় বিকাল বেলার শব্দের মাত্রা

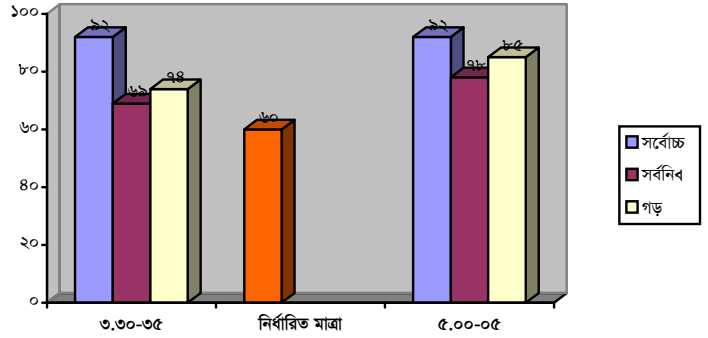

মগবাজার এলাকায় বিকাল ৩.৩০ থেকে ৩.৩৫ মিনিট পর্যন্ত শব্দের মাত্রা সর্বোচ্চ ৯২ ডেসিবেল, সর্বনিম্ন ৬৯ ডেসিবেল এবং গড়ে ৭৪ ডেসিবেল। আবার বিকাল ৫.০০ থেকে ৫.০৫ মিনিট পর্যন্ত শব্দের মাত্রা সর্বোচ্চ ৯২ ডেসিবেল, সর্বনিম্ন ৭৪ ডেসিবেল এবং গড়ে ৮৫ ডেসিবেল।

আবদুল্লাহপুর এলাকায় সকাল বেলার শব্দের মাত্রা

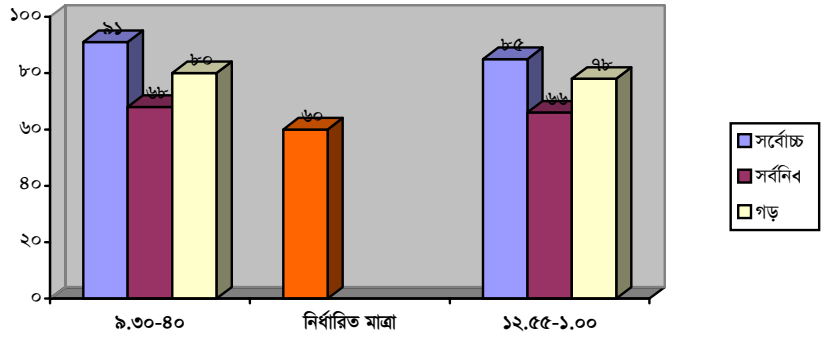

ঢাকা শহরের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত আব্দুল্লাহপুর। শহরের শেষ প্রান্তে অবস্থিত হলেও এখনে শব্দের মাত্রা অসহনীয় পর্যায়। এখানে শব্দের মাত্রা পরিমাপ করে দেখা গেছে সকাল ৯.৩৫ থেকে ৯.৪০ মিনিটের শব্দের সর্বোচ্চ মাত্রা ৯১ ডেসিবেল, সর্বনিম্ন ৬৮ ডেসিবেল এবং গড়ে ৮০ ডেসিবেল। দুপুর ১২.৫৫ থেকে ১টা পর্যন্ত শব্দের মাত্রা সর্বোচ্চ ৮৫ ডেসিবেল, সর্বনিম্ন ৬৬ ডেসিবেল এবং গড়ে ৭৮ ডেসিবেল।

আবদুল্লাহপুর এলাকায় বিকাল বেলার শব্দের মাত্রা

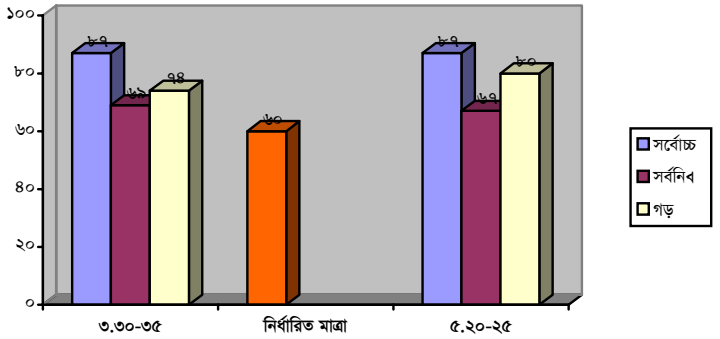

আবদুল্লাহপুর এলাকায় বিকাল ৩.৩০ থেকে ৩.৩৫ মিনিট পর্যন্ত শব্দের মাত্রা সর্বোচ্চ ৮৭ ডেসিবেল, সর্বনিম্ন ৬৯ ডেসিবেল এবং গড়ে ৭৪ ডেসিবেল। আবার বিকাল ৫.২০ থেকে ৫.২৫ মিনিট পর্যন্ত শব্দের মাত্রা সর্বোচ্চ ৮৭ ডেসিবেল, সর্বনিম্ন ৬৭ ডেসিবেল এবং গড়ে ৮০ ডেসিবেল।

মতিঝিল এলাকায় সকাল বেলার শব্দের মাত্রা

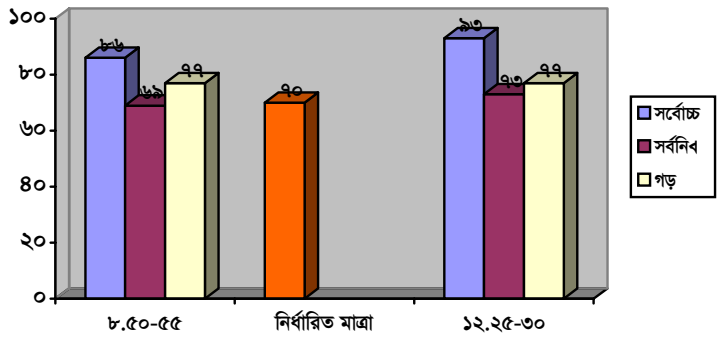

মতিঝিল এলাকায় বিভিন্ন ধরণের অফিস থাকার কারণে মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা হিসেবে চিহ্নিত এবং এখানে মানুষ ও যানবাহনের ভীড় সবসময়ে বেশি থাকে। এ সমস্ত এলাকায় শব্দের সহনীয় মাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে সকাল ৬টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত ৭০ ডেসিবেল। সকাল ৮.৫৫ মিনিটে মতিঝিল এলাকায় শব্দের মাত্রা সর্বোচ্চ ৮৬ ডেসিবেল এবং সর্বনিম্ন ৬৯ ডেসিবেল । মতিঝিলে দুপুর ১২.২৫ মিনিটে সর্বোচ্চ ৯৩ ডেসিবেল, সর্বনিম্ন ৭৩ ডেসিবেল এবং গড় শব্দের মাত্রা ৭৭ ডেসিবেল।

মতিঝিল এলাকায় বিকাল বেলার শব্দের মাত্রা

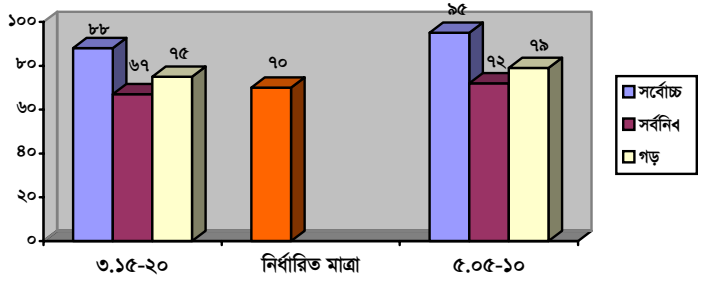

মতিঝিলে সকালের থেকে বিকাল বেলা শব্দের মাত্রা বেশি কারণ এ সময় সব অফিসের ছুটি হয়। এখান থেকে একই সময়ে অফিসের গাড়ি থেকে শুরু করে প্রচুর সংখ্যক প্রাইভেট গাড়ি যাত্রীদের নিয়ে আসা যাওয়া করে। মতিঝিলে বেলা ৩.১৫ মিনিটে শব্দের মাত্রা সর্বোচ্চ ৮৮ ডেসিবেল এবং সর্বনিম্ন ৬৭ ডেসিবেল। তার মাত্র দুই ঘন্টা পরে শব্দের মাত্রা অনেক বেশি বৃদ্ধি পায়। বিকাল ৫.০৫ মিনিটে শব্দের মাত্রা সর্বোচ্চ ৯৫ ডেসিবেল, সর্বনিম্ন ৭২ ডেসিবেল এবং গড়ে শব্দের মাত্রা ৭৯ ডেসিবেল।

ঢ়

তেজগাঁও এলাকায় সকাল বেলার শব্দের মাত্রা

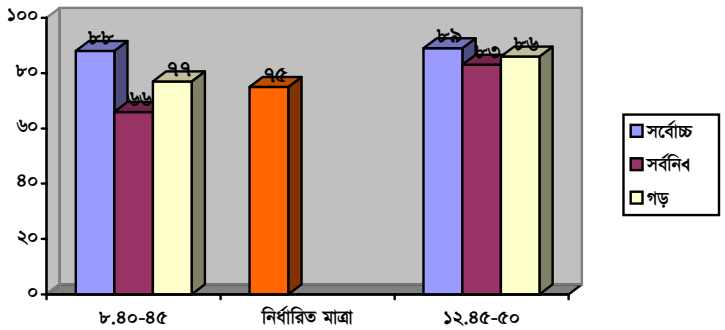

তেজগাঁও ঢাকা শহরের শিল্প এলাকা হিসেবে পরিচিত। পরিবেশ সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী শিল্প এলাকায় দিনের বেলা ৭৫ ডেসিবেল এবং রাতের বেলা ৬০ ডেসিবেল শব্দের মাত্রা থাকার কথা। সকাল ৮.৪০ থেকে ৮.৪৫ মিনিটে তেজগাঁও শিল্প এলাকা শব্দের মাত্রা সর্বোচ্চ ৮৮ ডেসিবেল, সর্বনিম্ন ৬৬ ডেসিবেল এবং গড়ে ৭৭ ডেসিবেল। দুপুর ১২.৪৫ থেকে ১২.৫০ মিনিটে শব্দের মাত্রা সর্বোচ্চ ৮৯ ডেসিবেল, সর্বনিম্ন ৮৩ ডেসিবেল এবং গড়ে ৮৬ ডেসিবেল।

তেজগাঁও এলাকায় বিকাল বেলার শব্দের মাত্রা

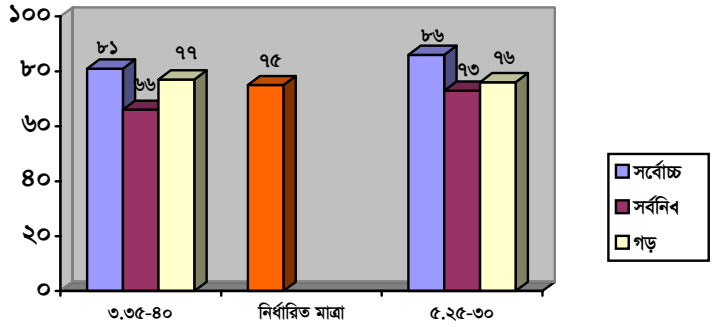

তেজগাঁও এলাকায় বিকাল ৩.৩৫ থেকে ৩.৪০ মিনিটে শব্দের মাত্রা সর্বোচ্চ ৮১ ডেসিবেল, সর্বনিম্ন ৬৬ ডেসিবেল এবং গড়ে ৭৭ ডেসিবেল। আবার বিকাল ৫.২৫ থেকে ৫.৩০ মিনিটে শব্দের মাত্রা সর্বোচ্চ ৮৬ ডেসিবেল, সর্বনিম্ন৭৩ ডেসিবেল এবং গড়ে ৭৬ ডেসিবেল। দিনের দুটি পর্বে শব্দের মাত্রা পরিমাপ করতে গিয়ে দেখা গেছে তেজগাঁও শিল্পাঞ্চলে নির্ধারিত মাত্রা অপেক্ষা গড় শব্দের মাত্রা সবসময়ই অতিরিক্ত পর্যায়ে রয়েছে।

জনমত জরিপ

ছাত্র-ছাত্রী

সম্প্রতি ঢাকা শহরে কোথায় কত মাত্রায় শব্দ রয়েছে তা পরিমাপ করার সময় ঢাকা শহরের দুটি প্রসিদ্ধ স্কুলে শব্দের মাত্রা নেয়া হয় এবং সেখানে অধ্যায়নরত কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রীর সঙ্গে শব্দদূষণ নিয়ে আলোচনা করা হয়। স্কুল দুটি হলো ধানমন্ডিতে অবস্থিত অক্সফোর্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এবং সিদ্ধেশরীতে অবস্থিত ভিকারুন নিসা নুন স্কুল। স্কুল/কলেজ, হাসপাতালসহ স্পর্শকাতর জায়গাগুলো ১০০ মিটার দূরত্ব পর্যন্ত নীরব এলাকা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যেখানে শব্দের মাত্রা থাকার কথা সর্বোচ্চ ৪৫ ডেসিবেল। কিন্তু দুটি স্কুলের শব্দের মাত্রা পরিমাপ করে দেখা গেছে অন্যান্য এলাকার মতো এখানকার শব্দের অবস্থাও ভয়াবহ।

দুটি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের যাতায়াত করার ক্ষেত্রে তারা স্কুল ভ্যান বা গাড়ি ব্যবহার করে থাকে। এছাড়া সিএনজি ও রিকশা ব্যবহার করে। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় স্কুল থেকে অল্প দূরত্বে বসবাস করার ফলে তারা পায়ে হেটে স্কুলে যাতায়াত করে।

যারা নিজস্ব গাড়িতে বা স্কুল বাসে আসে তাদের মধ্যে অধিকাংশই বলেছে তাদের গাড়ির চালক হর্ন বাজায় না। শব্দদূষণের ফলে তাদের সমস্যার কথা জিজ্ঞেস করলে প্রায় সকলে বলেন তাদের সমস্যা হয়। হঠাৎ গাড়ির হর্নের কারণে কানে তালা লেগে যায়, অনেক সময় ক্লাসে শিক্ষকদের কথা শোনা যায় না। এমনকি শব্দদূষণের ফলে পড়ালেখায় মনোযোগ দিতে পারে না এবং মাথা ব্যাথা শুরু হয়।

অক্সফোর্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের যখন প্রশ্ন করা হয় শব্দদূষণের ফলে ক্লাসে কোন সমস্যা হয় কিনা। এর উত্তরে তারা প্রায় সকলে বলেন এতে তাদের কোন সমস্যা হয় না। কারণ তাদের ক্লাস রুমে ভিতরে বাইরের কোন শব্দ আসে না। তবে নিজেদের হৈচৈ থেকে সমস্যা হয়। এছাড়া যখন ছুটি হয় তখন বাইরে অপেক্ষামান অভিভাবকদের গাড়ির শব্দে তাদের সমস্যা হয়। এক্ষেত্রে ভিকারুননিসা স্কুলের ছাত্রীদের মতামত হলো প্রধান সড়ক থেকে তাদের স্কুল একটু দুরে অবস্থিত। তাই ক্লাসের সময় শব্দদূষণের জন্য তাদের কোন রকম সমস্যা হয় না।

বাড়িতে পড়ালেখা করার সময় শব্দদূষণের ফলে কোন সমস্যা হয় কিনা। এ প্রশ্নের উত্তরে দুটি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা প্রায় একই ধরনের মতামত দেন। অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী বলেন বাড়িতে শব্দদূষণের ফলে তাদের সমস্যা হয়। যাদের বাড়ি রাস্তা পাশে এবং বিশেষ করে পড়ার টেবিল বারান্দায় রাখা তাদের শব্দদূষণ এর ফলে পড়ালেখায় ব্যাঘাত ঘটে। এমনকি পাশের বাড়ির অতিরিক্ত শব্দে, বিশেষ করে ক্যাসেট প্লোয়ার বা সিডি বাজিয়ে গান শোনার কারণে পড়ালেখায় সমস্যা সৃষ্টি হয়।

শব্দদূষণ এর ফলে অন্য কোন সমস্যা হয় কিনা এ প্রশ্নের উত্তরে সবাই বলেছে তাদের মাথা ব্যাথা, অস্থির লাগা, বিরক্তি বোধের সৃষ্টি হয়।

শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে তুমি কি করতে পারো এ প্রশ্নের উত্তর প্রায় প্রত্যেকে বলেন তারা যখন গাড়িতে চলাচল করে তখন সে গাড়ির চালক অযথা হর্ন বাজাতে থাকলে তাকে নিষেধ করতে পারে। তারা বিভিন্ন সচেতনতামূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারে। এছাড়া তারা বলেন, শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে একটি আইন থাকা জরুরী এবং আইনের প্রয়োগের মাধ্যমে এটা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

ছাত্র-ছাত্রীরা শব্দদূষণ একটি বড় ধরনের সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছে। তারাও এই সমস্যার ফলে শারীরিক ও মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ফলে শীঘ্রই শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত।

হাসপাতালের রোগী

রাজধানী তথা দেশের দুটি বড় হাসপাতাল বারডেম ও পিজি। এই হাসপাতালের কয়েকজন রোগীর কাছে শব্দদূষণ জনিত কোন সমস্যা হচ্ছে কিনা জানতে চাইলে তারা বলেন, "হাসপাতালে মারাত্মক আকারে শব্দদূষণ হচ্ছে। আমরা এখানে কখনো শান্ত বা নিরিবিলি পরিবেশ পাচ্ছি না। সব সময় কোলাহলপূর্ণ পরিবেশ থাকে।"

শব্দদূষণ আপনার কাছে কেমন সমস্যা মনে হয়, এ প্রশ্নের উত্তরে সবাই এটাকে একটি ভয়াবহ সমস্যা হিসেবে মন্তব্য করেছেন। তারা বলেছেন শব্দদূষণের ফলে

হাসপাতালের ভিতরে শান্তিতে ঘুমানো যায় না। ঘুমন্ত রোগীরা হঠাৎ হঠাৎ শব্দে জেগে উঠেন। শব্দদূষণের ফলে মাথা ব্যাথা, কানে কম শোনা, হঠাৎ চমকে উঠা এমনকি মানসিক সমস্যা তৈরি হচ্ছে।

শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে কি করা উচিত এ প্রশ্নের উত্তরে তারা বলেন রাস্তার ফুটপাতগুলো পরিস্কার রাখা এবং মানুষের যাতায়াত করার উপযোগি রাখা দরকার। তারা বলেন শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সবচেয়ে জরুরী হলো আইন করে গাড়ির হর্ন এবং মাইকের ব্যবহার বন্ধ করা। সবসময় মাইকিং না করে এর জন্য নির্দিষ্ট সময় রাখা উচিত। ট্রাফিক ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটানো এবং সাধারণ মানুষ ও গাড়ির চালকদেরকে সচেতন করা উচিত।

সাধারণ জনগণ

ঢাকা শহরের উচ্চমাত্রার শব্দদূষণযুক্ত বেশ কয়েকটি স্থানের শব্দের মাত্রা পরিমাপ করার পাশাপাশি সেখানে অবস্থানরত বিভিন্ন পেশার মানুষের সাথে শব্দদূষণ এর ফলে তারা কি ধরনের পরিস্থিতির মুখোমুখি হচ্ছে তা নিয়ে কথা বলা হয়।

শব্দদূষণ আপনার কাছে কোন ধরনের সমস্যা এই প্রশ্নের উত্তরে অধিকাংশই মতামত প্রদান করেছে এটা তাদের কাছে একটা বড় ধরনের সমস্যা। শব্দদূষণের ফলে আপনার কোন ধরণের সমস্যা হয় কিনা এ প্রশ্নের উত্তরে প্রায় সকলে বলেন, শব্দদূষণের কারণে আস্তে আস্তে তাদের শ্রবণ ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। শব্দদূষণের কারণে মাথা ব্যাথা, বিরক্তি বোধ, ঘুমের অসুবিধা, অস্বস্তি বোধ, মস্তিষ্কে আঘাত লাগার মত সমস্যা হচ্ছে। এমনকি মনোযোগ বিনষ্ট হয়ে পড়ছে। অনেকে বলেছেন শব্দদূষণ সমস্যাকে তারা অভ্যাসে পরিণত করে ফেলেছেন। যে কারণে এখন আর তারা শব্দদূষণ সমস্যাকে উপলব্ধি করতে পারেন না। ফলে তেমন কোন সমস্যা হয় না।

শব্দদূষণ আপনার সন্তান বা ভাইবোনদের কোন সমস্যা করছে কিনা এ প্রশ্নের উত্তরে বলেন, শিশুরা শব্দের ফলে হঠাৎ ঘুম থেকে চমকে উঠে এবং ভয় পায়। অনেক শিশুদের রাস্তায় নিয়ে বের হলে সমস্যা হয়। তাছাড়া শব্দের কারণে বাচ্চারা পড়ালেখায় মনোযোগি হতে পারে না।

কর্মক্ষেত্রে শব্দদূষণের স্বীকার হচ্ছেন কিনা এ প্রশ্নের উত্তরে প্রায় সকলে বলেন, কর্মক্ষেত্রে আসার আগেই শব্দদূষণ এর শিকার হতে হয়। কর্মক্ষেত্রে এই দূষণে শিকার হচ্ছি। সারাক্ষণ মাথা ধরে থাকে ফলে কোন কাজে মনোযোগ দেয়া যায় না। অপর্যাপ্ত বিদ্যুৎ ব্যবস্থার কারণে অফিসে ব্যবহৃত জেনারেট থেকে বিকট শব্দ হয়। ফলে সে সময়টুকুর পরিবেশ অসহনীয় হয়ে উঠে।

শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে কি করা উচিত বলে আপনি মনে করছেন এ প্রশ্নের উত্তরে অনেকগুলো সুপারিশ আসে। তাদের প্রায় সকলেই বলেছেন শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সরকারি পদক্ষেপ বৃদ্ধি করা উচিত। তারা বলেছেন একটি আইন থাকা উচিত, এই আইনের যথাযথ প্রয়োগ করা উচিত। যেসব গাড়িতে হাইড্রোলিক হর্ন রয়েছে সেসব গাড়ি থেকে হাইড্রোলিক হর্ন বাদ দেওয়া এবং পুরাতন ব্যবহারের অযোগ্য গাড়ি রাস্তা থেকে উঠিয়ে দিতে হবে। রাস্তায় নতুন নতুন এবং কম শব্দযুক্ত যানবাহন নামাতে হবে। ঢাকা শহরের যে রাস্তা রয়েছে সেগুলোর ট্রাফিক ব্যবস্থার উন্নয়ন করতে হবে। সর্বোপরি গাড়ির চালক, সাধারণ মানুষ সবাইকে সচেতন করতে হবে।

শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা

মানুষ সামাজিক জীব। প্রত্যেকটি মানুষের স্বাতন্ত্র কিছু বৈশিষ্ট রয়েছে এবং তা থাকা স্বাভাবিক কিন্তু এই স্বাতন্ত্রতা কোন কোন সময় অন্যের বিরক্তি তথা ক্ষতির কারণ হিসেবে দেখা দেয়। শব্দদূষণ এরকম একটি সমস্যা। যা কারণে অকারণে সৃষ্টি হচ্ছে এবং মানুষের জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলছে। পারস্পরিক সহাবস্থানের জন্য ব্যক্তির এই আচরণ নিয়ন্ত্রণে রাখা দরকার। তার জন্য আইন, নীতমিালা বা বিধিমালা যাই বলি না কেন তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

শব্দদূষণের তীব্রতা দিন দিন যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে তা নিয়ন্ত্রণে সুনির্দিষ্ট কোন নিয়মনীতি না থাকায় গাড়ির চালক অসম প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে ট্রাফিক সিগন্যাল বা জ্যামে দাড়িয়ে, বাড়ির/বাসার গেইট খোলার জন্য বিকট শব্দে বাঁশি/হর্ন বাজাচ্ছে, আবাসকি এলাকার মধ্যে ইটভাঙ্গার মেশিনে ইটভাঙ্গা হচ্ছে, বাড়িতে বা দোকানে উচ্চ শব্দে ক্যাসেট এবং সিডি বাজানো হচ্ছে। এগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা গেলে ঢাকাসহ নগর কেন্দ্রীক যে শব্দদূষণ তা অনেকটা কমে আসবে।

শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে যে একটি কার্যকর বিধিমালা প্রয়োজন তা ইতোমধ্যে সরকার এবং নীতিনির্ধারণী মহলের কাছে বিবেচ্য বিষয় হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। যার খসড়া ২০০৪ সালের এপ্রিল মাসের মধ্যে প্রণীত হলেও চুড়ান্তকরণে রয়েছে দীর্ঘসূত্রিতা। বিধিমালাটি চুড়ান্ত করা এবং অনতি বিলম্বে বাস্তবায়নে যাওয়া আজ সময়ের দাবী হিসেবে দেখা দিয়েছে।

বিধিমালাটি প্রণীত হলেই যে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে তা নয়। তবে বিধিমালাটি প্রণীত হলে এবং তা যথাযথ বাস্তবায়ন করা গেলে নগর জীবনে যে বিরক্তিকর শব্দদূষণ তা অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আনা যাবে এবং বিরাজ করবে শান্তি ময় পরিবেশ।

যান্ত্রিক যানবাহন ও শব্দদূষণ

শব্দদূষণের প্রধানতম উৎস যে যান্ত্রিক যানবাহন তা আজ সর্বজন স্বীকৃত। যান্ত্রিক যানবাহন যখন রাস্তায় চলছে তখন তার ইঞ্জিন থেকে নির্গত শব্দ দূষণ করছে। আবার যানবাহনের ইঞ্জিন বা বডি যখন ঠিকমত সংস্কার করা হয় না তখন তা থেকে আরো বেশি শব্দ তৈরি হয়। সবচেয়ে বেশি শব্দদূষণ তৈরি করছে এ সমস্ত যানবাহনে ব্যবহৃত হর্ন এবং তার অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার।

যোগাযোগ ব্যবস্থায় যান্ত্রিক যানবাহনের গুরুত্ব রয়েছে। কিন্তু কতটুকু প্রয়োজন এবং কোন পরিবহণ ব্যবহার করার মাধ্যমে সর্বস্তরের বা সর্বাধিক সংখ্যক মানুষ যাতায়াত সুবধিা ভোগ করবে সেটিও বিবেচনার বিষয়। দুরপাল্লায় যাতায়াতের ক্ষেত্রে যান্ত্রিক যানবাহনের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যাবে না। কিন্তু নাগরিক পরিবেশে এবং গ্রামীণ পরিবেশের স্বল্প দুরত্বে যাতায়াতের ক্ষেত্রে অযান্ত্রিক যানবাহন খুবই সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। কারণ আমরা যদি ঢাকা শহরের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাব অধিকাংশ যাতায়াত ২ কিলোমিটারের মধ্যে।

আমাদের ভূমি, অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা সকল কিছু বিবেচনায় রেখে আমরা যদি সড়কের সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা তৈরি করতে পারি তাহলে সাইকেল ও রিকশার মত অযান্ত্রিক যানবাহন খুবই সহায়ক হবে। কারণ এ সকল অযান্ত্রিক যান শব্দদূষণ তৈরি করছে না এবং রাস্তায় অল্প জায়গা দখল করছে আবার যাতায়াতের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। শুধু তাই নয় অযান্ত্রিক যান দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সমতা বিধানে ভূমিকা রাখছে।

অন্য দেশের অভিজ্ঞতা ঃ ভারতীয় আইন

শব্দদূষণ শুধুমাত্র বাংলাদেশের সমস্যা নয়। বাংলাদেশের মতো বিশ্বের অন্যান্য দেশেও শব্দদূষণ জণিত সমস্যা রয়েছে। ইতোমধ্যে কিছু কিছু দেশে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রিত পর্যায়ে রাখার জন্য আইন প্রণীত রয়েছে। উন্নত বিশ্বের দেশসমূহে অযথা হর্ন বাজানো একটি বড় ধরনের অপরাধ। সেসব দেশের গাড়ির চালকরা সমস্যায় পড়লে বা বিপদে পড়লে হর্ন বাজিয়ে থাকেন ফলে সেখানে অবস্থানরত পুলিশ সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন।

বাংলাদেশের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত। সেখানে শব্দদূষণের অবস্থা বাংলাদেশের মতো ভয়াবহ। সেখানকার প্রায় শহরে শব্দের মাত্রা ৯০ ডেসিবেল থাকে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা মানুষের সহনীয় শব্দের মাত্রা ৪৫ ডেসিবেল নির্ধারণ করেছে । কিন্তু ভারতের কোন শহরেই শব্দের মাত্রা এই নির্ধারিত পর্যায়ে নেই। যার ফলে সেখানকার জনগণ শ্রবণ শক্তি হারানো থেকে শুরু করে বিভিন্ন রকম শারিরীক সমস্যায় পড়ছে। ভারতের মুম্বাই শহরকে বিশ্বের তিন নম্বর শব্দদূষণযুক্ত শহর বলা হয়।

ভারতের শব্দ নিয়ন্ত্রণকারী আইন ২০০০

১৯৮৬ সালে ভারতের যে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন রয়েছে তাতে শব্দদূষণকে সুনির্দিষ্টভাবে নির্দেশ করা হয়নি। ফলে পরবর্তীতে জনগণের ক্রমাগত চাপে ভারত সরকার ১৯৮৬ সালের পরিবেশ সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী ২০০০ সালে শব্দ নিয়ন্ত্রণকারী আইন প্রণয়ন করেন। পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য যে কোন বিষয় এই পরিবেশ সংরক্ষণ আইনের আওতাভুক্ত করা হয়। আইনে শিল্প এলাকায় ৭৫ ডেসিবেল, বাণিজ্যিক এলাকায় ৬৫ ডেসিবেল এবং আবাসিক এলাকায় ৫৫ ডেসিবেল এবং স্কুল/কলেজ, হাসপাতাল ও আদালত প্রাঙ্গনের ১০০ মিটার এর মধ্যবর্তী জায়গাকে নীরব এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং সেখানে শব্দের মাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে সর্বোচ্চ ৪৫ ডেসিবেল। এই আইন প্রয়োগের জন্য স্থানীয় আদালতকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। নিম্নে এই আইনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ধারা তুলে ধরা হলোঃ

- রাত ১০.০০ টা থেকে সকাল ৬.০০ টা পর্যন্ত অতিরিক্ত শব্দ সৃষ্টির জন্য সেখানকার স্থানীয় প্রশাসন অনুমতি দিতে পারবে না। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হতে পারে। কোন ব্যক্তি বা সংগঠন রাত ১০.০০ টার পর উচ্চশব্দ সৃষ্টি করলে সেক্ষেত্রে আইন ভঙ্গ করা হবে এবং সেই ব্যক্তি বা সংগঠনের বিরুদ্ধে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। জেলার ম্যাজিস্ট্রেট এর অনুমতির পরও শব্দ নিয়ন্ত্রণকারী আইন অনুযায়ী শব্দের মাত্রা সহনীয় মাত্রায় রাখতে হবে। এটা অবশ্যই শব্দ পরিমাপক যন্ত্র দিয়ে পরিমাপ করতে হবে। যে কোন ব্যক্তি বা সংগঠন এই আইন অমান্য করলে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী তাকে আটক করা হবে।

- যদি স্থানীয় প্রশাসন শব্দ নিয়ন্ত্রণকারী আইন অনুযায়ী কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করেন তথাপিও যে কোন নাগরিক ৬০ দিনের মধ্যে এর বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ জানাতে পারবে এবং সাথে সাথে আদালত এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

- আতশবাজি বা পটকা ব্যবহারের ফলে যে বায়ুদূষণ সৃষ্টি হয় এবং কলকারখানায় যে শব্দ সৃষ্টি হয় এসবগুলো ক্ষেত্রে উপরে বর্ণিত আইনগুলো প্রযোজ্য হবে।

আলোচনা

অতিরিক্ত মাত্রার শব্দ শব্দদূষণ এবং নানা প্রকার অসঙ্গতি তৈরি করছে। আবার যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে শব্দের প্রয়োজনীয়তাও রয়েছে। কিন্তু সে শব্দ যাতে নিয়ন্ত্রিত পরিমিত পর্যায়ে থাকে সেটিও বিবেচ্য বিষয়। শব্দের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব বিবেচনায় এলাকা নির্ধারণ এবং এলাকা ভেদে শব্দের মাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। কিন্তু ঢাকা শহরেরর অধিকাংশ জায়গায় এ মাত্রা অতিক্রম করেছে। কোথাও নির্ধারিত মাত্রা অপেক্ষা স্থানভেদে ১৩ থেকে ৪০ ডেসিবেল বেশি অর্থাৎ প্রায় দিগুণ মাত্রার শব্দের মধ্যে মানুষ অবস্থান করছে। এশিয়া প্যাসিফিক ইউনিভার্সিটি সিভিল এন্ড এনভায়রনমেন্টাল বিভাগ এবং ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট যৌথভাবে ঢাকা শহরের ২০টি এলাকার শব্দের মাত্রা পরিমাপ করতে গিয়ে এ অবস্থা বেরিয়ে এসেছে।

ছাত্র-ছাত্রীরা বলেছে স্কুলের চেয়ে বাসাতে পড়াশুনা করতে তাদের বেশি সমস্যা হচ্ছে। কারণ অধিকাংশেরই বাসা রাস্তার ধারে। কারো কারো পড়ার টেবিল বারান্দায়। এরা পড়াশুনায় একেবারেই মনোনিবেশ করতে পারে না।

আবার দেশের দুটি বড় হাসপাতাল পিজি এবং বারডেম হাসপাতাল শাহবাগ এলাকায় অবস্থিত। এখানে রোগীদের কাছে সাক্ষাৎকার নিতে গিয়ে দেখা গেছে এখানে মারাত্মক শব্দদূষণের কারণে শান্তিতে ঘুমানো যায় না। কোন সময়ের জন্য নিরিবিলি পরিবেশ পাওয়া যায় না। ঘুমন্ত রোগীরা শব্দের প্রচন্ডতায় হঠাৎ হঠাৎ জেগে উঠেন। অথচ অসুস্থ্য রোগীদের জন্য নিরিবিলি পরিবেশ অত্যাবশ্যকীয়।

ঢাকা নগরীতে যান্ত্রিক যানবাহন বাড়ছে। ঢাকা শহরে যে সমস্ত যানবাহন চলাচল করে তার একটা বড় অংশ শাহবাগ দিয়ে অতিক্রম করে এবং যাত্রী উঠা নামার জন্য রাস্তার মাঝে এ সমস্ত গাড়িগুলি অপেক্ষা করে। পেছন থেকে অন্য গাড়ি এসে উপর্যুপরি হর্ন বাজাতে থাকে সামনের গাড়িটিকে সরানোর জন্য। অন্যদিকে অযান্ত্রিক যানবাহন ক্রমশ: কমিয়ে আনার পরিকল্পনা চলছে। যানজট নিরসনের লক্ষ্যে শাহবাগ থেকে শুরু করে মহাখালি পর্যন্ত এবং গাবতলী থেকে আজিমপুর পর্যন্ত ইতোমধ্যে অযান্ত্রিক যান তুলে দেয়া হয়েছে। কিন্তু যানজট কমেনি, বেড়েছে যান্ত্রিক যানবাহন, বেড়েছে শব্দের মাত্রা। এখন আবার শোন যাচ্ছে সাইন্স ল্যাবরেটরী থেকে প্রেস ক্লাব পর্যন্ত অযান্ত্রিক যান তুলে দেয়া হবে। অর্থাৎ যান্ত্রিক যানবাহন আরো বেড়ে যাবে। অর্থাৎ শাহবাগ এলাকার শব্দের মাত্রা আরো বেড়ে যাবে।

এই হাসপাতাল দুটি রোগীদের চিকিৎসার উপযোগী করে তোলার জন্য প্রথমত: বাসস্টপেজগুলো শাহবাগের মোড় থেকে দুরে সরিয়ে নেওয়া দরকার এবং খেয়াল রাখা দরকার যান্ত্রিক যানবাহন আর যাতে কোনভাবে বৃদ্ধি না পায়।

সুপারিশমালা ঃ

শব্দদূষণ যে বড় সমস্যা এটা ইতোমধ্যেই চিহ্নিত হয়েছে। শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সরকারি উদ্যোগ বা আইন বাস্তবায়নের পাশাপাশি বেসকারি সংগঠনসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। বিশেষ করে পরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে যে সব সংগঠন কাজ করছেন, ভূমিকা রাখতে পারে প্রত্যেক ব্যক্তি তার স্ব স্ব অবস্থানে থেকে। আমাদের গবেষণা থেকে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে যে সমস্ত সুপারিশসমূহ এসেছে তা তুলে ধরা হলোঃ

বেসকারি প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি পর্যায়েঃ

- নিজের বা নিজের প্রতিষ্ঠানের গাড়ি চালকদেরকে যথাসম্ভব হর্ন কম বাজিয়ে অথবা না বাজিয়ে গাড়ি চালানোর ব্যাপারে উৎসাহিত করা।
- এলাকার অন্য প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে এলাকার শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে রাস্তায় হর্ন বাজানো নিষেধ লেখাসহ বোর্ড স্থাপন করা এবং তা কার্যকর করতে পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- ড্রাইভিং স্কুল বা বাস-ট্রাক মালিক সমিতির সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে চালকদের মাঝে সচেতনতামূলক কর্মসূচি নেয়া।
- বাসার সামনে এসে গেট খোলার জন্য, কানা গলি বা সরু গলিতে যাতে হর্ন না বাজায় সে অভ্যাস গড়ে তোলা

- সংবাদপত্রে চিঠিপত্র কলামে চিঠি লেখা
- পরিবেশ, যোগাযোগসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে বা অধিদপ্তরে চিঠি লেখা
- নিজেরা হর্ন, মিউজিক, মাইক, আতশবাজি বা পটকা, যন্ত্রপাতিসহ উচ্চশব্দ সৃষ্টিকারী যে কোন ধরণের উৎসের অপব্যবহার থেকে বিরত থাকা এবং অন্যদেরকে বিরত রাখা।
- প্রচলিত আইন বাস্তবায়নে সরকারকে সহযোগিতা করা।

সরকারি পর্যায় ঃ

- একটি কার্যকর আইন প্রণয়ন করা। প্রচার মাধ্যমকে কাজে লাগিয়ে প্রচলিত আইনগুলো সম্পর্কে জনগণ ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করা এবং পুরাতন আইনগুলি সংশোধনের মাধ্যমে সময়োপযোগী করা।
- হর্ন বাজানো নিষেধ করে যে সমস্ত এলাকায় বা রাস্তায় সাইনবোর্ড বা সাংকেতিক চিহ্ন দেওয়া রয়েছে তা আরো বড় করা।
- অযথা হর্ন বাজানোর জন্য প্রয়োজনবোধে জরিমানার ব্যবস্থা করা।
- ইটভাঙ্গা মেশিন নিষিদ্ধ ঘোষণা করা (প্রয়োজনে জনসমাগমস্থলের বাইরে থেকে ভেঙ্গে আনা)
- নির্মাণ কাজের ক্ষেত্রে কিছু সুনির্দিষ্ট নীতিমালা তৈরি এবং তার যথাযথ প্রয়োগ করা।
- ট্রাফিক ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটানো। ট্রাফিক পুলিশকে তথ্য সরবরাহ করা।
- সিটিবাসসহ রাষ্ট্রীয় কাজে নিয়োজিত গাড়ির চালকদের প্রশিক্ষণের সময় ধীরে এবং অপ্রয়োজনে হর্ন না বাজিয়ে গাড়ি চালানোর বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা, প্রয়োজনে বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা
- সরকারের দায়িত্বপ্রাপ্ত একটি সেল তৈরি করা। যেখানে অভিযোগ গ্রহণ এবং মনিটরিং করার ব্যবস্থা থাকবে।

উপসংহার ঃ

শব্দদূষণের ভয়াবহতা ধীরে ধীরে গ্রামাঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ছে। বিভিন্ন কোম্পানির তৈরি জিনিসপত্র বিক্রিতে মাইকের ব্যবহার শুধুমাত্র মহানগরীতে নয় এর ব্যবহার ছড়িয়ে পড়ছে প্রত্যন্ত অঞ্চলে। ফলে শান্ত, নিরিবিলি গ্রামগুলো হয়ে উঠছে কোলাহলপূর্ণ। গ্রামের সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক জীবনধারণ ব্যাহত হচ্ছে। শব্দদূষণের ফলে মানুষ তথা পরিবেশের সুস্থ অগ্রগতি ও উন্নয়নে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। শুধুমাত্র প্রচারণার জন্যই শব্দদূষণ তৈরি হচ্ছে না বিভিন্ন প্রকার উৎস থেকে শব্দদূষণ তৈরি হচ্ছে তাই এর নিয়ন্ত্রণ এককভাবে সম্ভব নয় এর জন্য প্রয়োজন সম্মিলিত প্রচেষ্টা। শব্দদূষণের ভয়াবতা কমাতে ব্যাপক জনসচেতনতা বৃদ্ধি, একটি পূর্নাঙ্গ আইন এবং সর্বোপরি সকলে সদিচ্ছার প্রয়োজন রয়েছে। আগামী প্রজন্মকে সুস্থ ও বুদ্ধিদীপ্তভাবে গড়ে তোলার জন্য শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ করা তাই আজ সময়ের দাবী।

প্রকাশক

ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ
(ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট)
বাড়ি নং - ৪৯, সড়ক নং - ৪/এ
ধানমন্ডি ঢাকা- ১২০৯
ফোন ঃ ৯৬৬৯৭৮১, ৮৬২৯২৭৩
ফ্যাক্স ঃ ৮৬২৯২৭১
indo@wbbtrust.org
www.wbbtrust.org

দি ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক
বাড়ি নং -৫৩, সড়ক নং- ৪/এ
ধানমন্ডি, ঢাকা -১২০৯
ফোন ঃ ৮৬২৪০৬২
ফ্যাক্স ঃ .....
Email .....
website.....